গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা | ১২ - ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিলকিস বানো মামলা

সুপ্রিম কোর্টের রায় গুজরাট সরকারের গালে চপেটাঘাত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, ২০০২-এর দাঙ্গার সময় বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের ৭ জনের হত্যাকারীদের সাজা মকুব করার যে সিদ্ধান্ত গুজরাট সরকার নিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তাকে বাতিল করে অপরাধীদের দু'সপ্তাহের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে।

এই রায় গুজরাট সরকারের গালে একটি থাপ্পড়। এই রায় স্পষ্ট দেখিয়ে দিল কী ভাবে গুজরাট সরকার হীন রাজনৈতিক স্বার্থে মহারাষ্ট্র সরকারের ক্ষমতা আত্মসাৎ করে বেআইনিভাবে এমন অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, যারা মহিলাদের উপরে বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধ করার জন্য দায়ী। আমরা গুজরাট সরকারের এই হীন কাজের তীব্র নিন্দা করছি।

রাম মন্দির উদ্বোধন

আজ যদি বেঁচে থাকতেন মাধব গোডবোলে!

আজ যদি বেঁচে থাকতেন নিষ্ঠাবান হিন্দু মাধব গোডবোলে!

চাকরির সূত্রে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯২, অর্থাৎ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৩ দিন পর তাঁকে অযোধ্যা যেতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে। কারণ মসজিদ ভাঙার পর রামলালা দর্শনের ব্যবস্থাপনা কতটা তৈরি তা পরিদর্শনের দায়িত্ব ছিল তাঁর। তিনি পরবর্তীকালে তাঁর বই 'আনফিনিশড ইনিংস'-এ সে দিনের স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, 'সেদিন আমি আগের মতো রামলালা দর্শন করার ইচ্ছা অনুভব করিনি, প্রসাদও নিতে পারিনি। যদিও আমি একজন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ, তবুও সেদিন অযোধ্যায় আমি কোনও টান অনুভব করিনি। মন থেকে অনুভব করেছি শঠতা, প্রতারণা আর ভয়াবহ হিংসার জোরে তৈরি মন্দিরে আমার দেবতা বাস করতে পারেন না'।

এখন সেই জায়গাতেই প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ঘটতে চলেছে নতুন রামমন্দিরের উদ্বোধন। তা নিয়ে বিজেপি দেশজোড়া হইচই তুলছে। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ তাতে কী দেখছেন? তাঁরা অনুভব করছেন, এই উচ্চগ্রামের কোলাহলে 'ভক্তের একান্ত নিবেদনের' কোনও স্থান নেই, এতে ধর্মের ভাগের থেকে বেশি প্রকট সামনের লোকসভা নির্বাচনে শাসক দলের ঘর গোছানোর কাজের ভাগটাই।

প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে ২২ জানুয়ারি দ্বিতীয় দেওয়ালি পালনের ডাক দিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে বলেছেন। আরও বলেছেন, এই রাম মন্দির দেশবাসীর জীবনে উন্নতি ডেকে আনবে। অবশ্য জানা নেই, মাত্র মাস দুই আগের অযোধ্যারই একটা ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর মনে পড়বে কি না! গত নভেম্বরে দেওয়ালির দিনে সরযূ নদীর তীরে বাইশ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে নাকি বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ

দুর্নীতি, সারের কালোবাজারি বন্ধ, স্মার্ট মিটার বাতিল ও স্বচ্ছ নিয়োগ সহ নানা দাবিতে রাজ্য জুড়ে ডিএম, এসডিও এবং বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৪ জানুয়ারি। ছবি ঃ মেদিনীপুর শহর

টেলিফোনেও সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা

টেলিকম বিল

সংসদে এবারের শীতকালীন অধিবেশনে প্রায় দেড়শো জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করে দিয়ে বিরোধীশূন্য সংসদে বিনা বিতর্কে পাশ করিয়ে নেওয়া হল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল যার অনেকগুলির মধ্যেই বিজেপি সরকারের দমনমূলক স্বৈরাচারী চরিত্রের ছাপ স্পষ্ট।

২১ ডিসেম্বর পাশ হওয়া 'টেলিকমিউনিকেশন বিল-২০২৩'-এর বিরুদ্ধেও উঠেছে একই অভিযোগ। জাতীয় নিরাপত্তা, জনগণের সুরক্ষা ইত্যাদির অজুহাতে আসলে নাগরিকদের টেলি-যোগাযোগ ব্যবহারের উপর নজরদারি বাড়ানোর ছাড়পত্র এই আইনের ছত্রে ছত্রে। এই আইন চালু হলে ডিজিটাল ও অন্যান্য মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও গোপন বলে কিছুই থাকবে না এবং কোনও রকম রক্ষাকবচ ছাড়াই ব্যক্তিগত সমস্ত তথ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।

এই আইনে টেলিকম পরিষেবার সংজ্ঞা একেবারেই অস্পষ্ট। ফলে টেলি-যোগাযোগ ছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স (আগেকার টুইটার), ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো অনলাইন সমাজমাধ্যমগুলিকেও সরকার চাইলেই এই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারে। দেশের নিরাপত্তা বা জরুরি পরিস্থিতির অজুহাত তুলে সরকার এই আইনে চাইলে যে কারও পাঠানো বার্তা আটকে দিতে পারে, সেগুলির উপর নজরদারি চালাতে পারে কিংবা সেগুলির প্রচার বন্ধ করে দিতে পারে। বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা যেহেতু সরকারকেই দেশ করে তুলেছে, তাই সরকারের কোনও নীতি বা সরকারি দলের কোনও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে পারস্পরিক মতবিনিময় এবার থেকে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, ইন্টারনেট ব্যবহার করে পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যবস্থাটিকে সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলে বিধান দেওয়া সত্ত্বেও এই আইনে সরকারকে ইচ্ছামতো ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার অধিকারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুধু ব্যবহারকারীদের উপরেই নয়, পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকেও এই আইনে মুঠোয়

দুয়ের পাতায় দেখুন

শোষণমুক্তির পথপ্রদর্শক মহান নেতা ও শিক্ষক

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষে

সমাবেশ

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

বক্তা ঃ কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

কমরেড জয়সন জোসেফ

শহিদ মিনার ময়দান

২১ জানুয়ারি বেলা ১টা

ভেতরের পাতায়

- রাষ্ট্র ও বিপ্লব ঃ ভি আই লেনিন - পৃ. ৩
- বিশ্বজুড়ে আন্দোলনের ঢেউ ২০২৩-এ - পৃ. ৩
- ট্রাক চালকদের আন্দোলনের চাপে দণ্ডসংহিতা স্থগিত - পৃ. ৬
- র‍্যাট হোল মাইনার - পৃ. ৭

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

জনজীবনের দাবি নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার চালু, জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, রাজস্ব আদায়ের নামে ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে এবং সারের কালোবাজারি রদ সহ নানা স্থানীয় দাবি নিয়ে ৪ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে ডিএম, এসডিও, বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ হয় এবং কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয় দলের পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে। উপরোক্ত দাবিগুলি ছাড়াও বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহল এলাকায় হাতির হানায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন মানুষজন। ঘরবাড়ি, খেতের ফসল নষ্ট ও একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাতিদের খাদ্যের জোগান ও অবাধ চলাচলের ময়ূরঝর্ণা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত করার দাবি জানানো হয়।

ডায়মন্ডহারবার ঃ দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ডায়মন্ডহারবার মহকুমা দপ্তরে ডেপুটেশন ও শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। স্থায়ী সুউচ্চনদীবাঁধ নির্মাণের দাবিতে ও নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদ সহ ১২ দফা দাবিপত্র পেশ করা হয়। তিন শতাধিক মানুষের স্লোগান মুখরিত মিছিল ডায়মন্ডহারবার জেটিঘাট থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত যায়। নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গুণসিন্ধু হালদার সহ অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ।

ক্যানিং এসডিও দপ্তরে বিক্ষোভ। ৪ জানুয়ারি

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক-হলদিয়া, এগরা, কাঁথি মহকুমা ও কোলাঘাট এবং ময়না ব্লকে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়। তমলুকের হলদিয়া-মেছেদা রাজ্য সড়কের মানিকতলায় পথ অবরোধ করে জনস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন নীতির প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান বিক্ষোভকারীরা। এগরা-বাজকুল রাজ্য সড়কেও পথ অবরোধ, কাঁথিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা হয়। দলের জেলা কমিটির পক্ষে অশোকতরু প্রধান ও প্রণব মাইতির নেতৃত্বে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এসডিও, বিডিও-কে।

অন্যান্য দাবিগুলি হল, তমলুক ও পাঁশকুড়া স্টেশনের রেল ক্রসিং-এ ফ্লাইওভার নির্মাণ, বর্ষার আগে মজে যাওয়া কেলেঘাই নদী ও সোয়াদিঘি-দেহাটী-শঙ্করআড়া-পায়রাটুঙ্গি খাল সহ সমস্ত নিকাশি খালের পূর্ণ সংস্কার, জেলার বেহাল রাস্তাগুলি অতি সত্বর মেরামত, জেলায় মদ ও মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, মুম্বই রোডের দেউলিয়াতে আন্ডারপাস নির্মাণ প্রভৃতি।

হাওড়া ঃ জেলার ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, নির্বিচারে পুকুর ও জলাশয় ভরাট, জেলা হাসপাতাল সহ সমস্ত সরকারি হাসপাতালের চরম অব্যবস্থা, বিভিন্ন রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া, হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ভয়াবহ ট্রেন লেট, হকার ও বস্তি উচ্ছেদ, নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই না হওয়া ইত্যাদি কারণে জনজীবনে অসহনীয় অবস্থায়। এই সমস্ত সমস্যার প্রতিকারের দাবিতে হাওড়া জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জৈমিনি বর্মনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে দাবিপত্র তুলে দেন।

পুরুলিয়া ঃ ১০ দফা দাবিতে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে এবং মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় দলের পুরুলিয়া জেলা কমিটি। ওই দিন বাগমুন্ডির বিডিও, ঝালদা, মানবাজার, রঘুনাথপুর ও পুরুলিয়া সদর এস ডি ও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত সহ বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শহরে জুবিলি ময়দান থেকে ডিএম অফিস পর্যন্ত এবং রঘুনাথপুর শহরে মিছিল হয়।

বীরভূমের রামপুরহাটে বিক্ষোভ মিছিল। ৪ জানুয়ারি

কর্মসংস্থানের দাবিতে দুর্বার আন্দোলনের শপথ যুব উৎসবে

মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর শহরে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও ম্যাকেঞ্জি কলোনির মাঠে উন্নত ও মর্যাদাময় জীবনবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমরেড সুকান্ত শিকদার নগর ও কমরেড গৌতম বিশ্বাস মঞ্চে ৩০-৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এআইডিওয়াইও আয়োজিত রাজ্য যুব উৎসব হয়। ১ জানুয়ারি বেকারি, দুর্নীতি, মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রসার, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসারের রাজনীতির বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়।

স্কুল প্রাঙ্গণে দেওয়াল পত্রিকা, এ আই ডি ওয়াই ও-র আন্দোলনের ছবি প্রদর্শনী সহ মনীষীদের কোটেশন প্রদর্শনী সেটের উদ্বোধন করেন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উৎপল কুমার মণ্ডল। স্কুল প্রাঙ্গণে প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ রচনা, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, সমবেত সঙ্গীত, একাঙ্ক নাটক, যুদ্ধবিরোধী পোস্টার পেইন্টিং ছাড়াও প্রতিযোগিতার বাইরে প্রদর্শনীমূলক কর্মসূচি হয়েছে।

ম্যাকেঞ্জি কলোনির স্টেডিয়াম মাঠে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল, মহিলা ফুটবল, ভলিবল, কবাডি অনুষ্ঠিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রোড রেস ম্যাকেঞ্জি কলোনির মাঠ থেকে শুরু হয়ে জঙ্গিপুর শহর পরিক্রমা করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আগে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বকুল খন্দকার, এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জঙ্গিপুর কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com